

প্রবাসী আয় বৈধ পথে প্রেরণ

১. প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

- ✓ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন।

২. বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

- ✓ প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।
- ✓ বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমন অবৈধ ছুড়ি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

৩. বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা (Authorized dealer বা অনুমোদিত ডিলার) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার।
- ✓ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

৪. কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন?

- ✓ বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন;
- ✓ তবে দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশি হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

৫. বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি?

- ✓ না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ড্রাফট/টিটি/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

৬. অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের 'টাকা একাউন্টে' বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি?

- ✓ হ্যাঁ। তবে প্রাপকের হিসাবধারী ব্যাংক শাখা প্রাপ্ত অন্তিমূখী রেমিটেন্স কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা থেকে টাকায় নগদায়ন করে নিতে হবে।

৭. বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়?

- ✓ আনীত বৈদেশিক মুদ্রার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক বা লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদায়ন সনদপত্র (encashment certificate) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা উত্তম।

৮. বাংলাদেশে আগত অনিবাসী নাগরিকের সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে:

- ✓ যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানো হয়েছিল, সেই অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে অব্যয়িত টাকার অংক বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট অনিবাসী বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিতে পারেন;
- ✓ এছাড়াও বাংলাদেশে আগত অনিবাসীগণ তাদের রূপান্তরকৃত টাকা যে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানিচেন্জার এর নিকট থেকে নগদায়ন সনদ উপস্থাপন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করতে পারেন। তবে মানিচেন্জারের ক্ষেত্রে পুনঃরূপান্তরিত বৈদেশিক মুদ্রার অংক ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না;
- ✓ বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থিত ব্যাংক বুথ হতে বাংলাদেশী টাকা হতে অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায়।

সূত্রঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক সাফলতা সহায়ক পুস্তিকা, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।